17 APR 2017

কালের কণ্ঠ

হীরেন পণ্ডিত

[redacted]?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন সিদ্ধান্ত নেবে তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয়ে যাবে অনেকের মতো আমরাও মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো সিদ্ধান্তটি নিতে পারছে না, সেটাই এখন আশ্চর্যের বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী মাঝেমধ্যে মুখ খোলেন; কিন্তু জোর গলায় তো বলেন না, এটা আর কখনো হতে দেবেন না। একবার জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে অন্যরা এ কাজ করতে সাহস পাবে না। সরকার চাইলে সব কিছু করতে পারে, তারা বিষয়টি আরো গভীরভাবে ভেবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে

প্রশ্নপত্র ফাঁস কি শিক্ষা খাতের দুর্নীতির একটি অংশ? যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের এ কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা কি তা করছি? এই অশুভ প্রক্রিয়ার কারণে আমাদের যে কী ক্ষতি হচ্ছে এবং এর পরিণাম কী হবে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। এই প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার একটি অপপ্রয়াস কি না তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। তবে অপপ্রয়াসটি ঠিক দুর্নীতি, না ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা—এ নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে। সম্প্রতি জানা গেল নিজেদের স্কুল ও আত্মীয়স্বজনকে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য কয়েকজন এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে কী ধরে নেব আমরা! কিন্তু তার পরও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন দুর্নীতির ভূত বারবার গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে, কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁস, কখনো বিতর্কিত বিষয় সংযোজন, কখনো কারো প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করা, এগুলো আমাদের কাছে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন ভর্তি বাণিজ্য হয় দেদার, কোচিং বাণিজ্য স্থান নেয় সবার শীর্ষে, অনিয়ম করা প্রায় নিয়মে পরিণত হতে চলেছে, স্বজনপ্রীতি করে নম্বর বেশি দেওয়া, খাতা দেখায় শৈথিল্য, পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ শোনা যায়, তারপর প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার নাম বলে মনে করা হয়। শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অভাব ও শিক্ষাসংক্রান্ত অপরাধের কারণে, কঠোর শাস্তির আইনের অভাবের কারণে বিভিন্ন ঘটনা বারবার ঘটছে। এ ঘটনাগুলোর সঙ্গে অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরও সম্পৃক্ততা থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো থামছেই না।

প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। কাজটির সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা নিজেরা কি একবার ভেবে দেখেছেন যে এ কাজ করে সাময়িক ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা যাবে; কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব এবং জাতি মেধাশূন্য হয়ে যাওয়ার ভয়কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের সব পাবলিক পরীক্ষাই এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস রোগে আক্রান্ত। কিন্তু এর একটা শেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানাই। এই অশুভ তৎপরতা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সবার সোচ্চার হওয়া জরুরি। এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হলেই আমরা এ থেকে মুক্তি পাব। এখনো আমাদের প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা শুনতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে আগের দিন, কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষার কিছুক্ষণ আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, কোচিং সেন্টারের মালিকও এতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে; কিন্তু কোনো সফলতা পাওয়া যায়নি। আসলে আমরা ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তবে আশার কথা যে নাগরিক সমাজ ও দেশের অনেক মানুষ এ বিষয় থেকে বের হওয়ার জন্য সরকার ও জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে। সামাজিক আন্দোলনের কথা বলছে, এটা আশার কথা। সত্যি আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি। প্রশাসন সাধ্যমতো চেষ্টা করার পরও এ ঘটনাগুলো ঘটছে, আবার এগুলোও প্রশাসনের নাকের ডগায়ই ঘটছে। তবে প্রশাসনও বসে নেই, প্রতিটি ঘটনার পর দোষী ব্যক্তিরা ধরা পড়ে। কিন্তু তারপর কী হয় আর জানা যায় না। আর পরীক্ষা বাতিল করে নতুন পরীক্ষা নিয়ে সাময়িক সমাধান খোঁজার একটা চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া জরুরি। বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়; কিন্তু কার্যত কিছু হয় কি? আমরা কিন্তু তা জানতে পারি না।

শিক্ষাব্যবস্থার এ দুরবস্থার কথা দেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষকে না ভাবিয়ে পারে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া আমাদের গলার কাঁটা হিসেবে দেখা দিয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আমাদের জন্য একটি 'জাতীয় দুর্যোগ'। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর অবস্থার কারণে এই 'জাতীয় দুর্যোগ' ক্রমেই আমাদের গ্রাস করছে, ধ্বংস করছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। পাঠ্যপুস্তকে ভুল ও বিতর্কিত বিষয় সংযোজন বিবেকসম্পন্ন মানুষদের মনে এক ভীষণ নাড়া দিয়েছিল এবং জনসমাজকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল সম্প্রতি। শিক্ষা নিয়ে আর হেলাফেলা করার দিন নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস না করে, তাদের সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। সেখানে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি মা-বাবার দায়িত্ব রয়েছে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা রয়েছে, আবার প্রশাসনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। এ পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন একটি সম্মিলিত প্রয়াস। আমাদের সমাজে যে অস্থিরতা চলছে, অসহিষ্ণুতা চলছে, দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই নাজুক হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস আমাদের জন্য একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বা এই অসৎ প্রক্রিয়ায় যারা জড়িত, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-সাহিত্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে একটি সম্পদশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। তাই সরকার এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেবে এবং সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাবে। তা ছাড়া গত কয়েক বছর থেকে পরীক্ষার হলে শৈথিল্য ও উত্তরপত্র অতি শিথিল মূল্যায়নের ব্যাপারে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে বা অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা কৃতকার্য হোক, সবাই চায়; কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণে বা উত্তরপত্র মূল্যায়নে শৈথিল্য দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের কৃতকার্য করলে সেই ফল তাদের জীবনে সত্যিকারের কোনো সাফল্য আনতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন সিদ্ধান্ত নেবে তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয়ে যাবে অনেকের মতো আমরাও মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো সিদ্ধান্তটি নিতে পারছে না, সেটাই এখন আশ্চর্যের বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী মাঝেমধ্যে মুখ খোলেন; কিন্তু জোর গলায় তো বলেন না, এটা আর কখনো হতে দেবেন না। একবার জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে অন্যরা এ কাজ করতে সাহস পাবে না। সরকার চাইলে সব কিছু করতে পারে, তারা বিষয়টি আরো গভীরভাবে ভেবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

লেখক : উন্নয়ন গবেষক, লেখক